দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 17 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ...

বাউফলে বিদ্যালয়ের মাঠে পানি দুর্ভোগে শিক্ষার্থীরা

কৃষ্ণ কর্মকার, বাউফল

সড়কের একটি কালভাটের মুখ বালু ফেলে বন্ধ করে দেওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছে পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কালাইয়া বন্দরের আলী আকবার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামে দুইটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন না হওয়ার কারণে ওই দুই বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তর কালাইয়া গরুর হাটে আসা বেপারিরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে এভাবে পানিবন্দি থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

সরেজমিন দেখা গেছে, উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের পূর্ব-পশ্চিম মুখি কালাইয়া-শৌলা সড়কের উত্তর পাশে রয়েছে আলী আকবর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তর কালাইয়া গরুর হাট। ঘন জনবসতী এই এলাকার বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের একমাত্র কার্লভাটটির মুখ সম্প্রতি বালু ফেলে বন্ধ করে দেন কালর্ভাট সংলগ্ন জায়গার মালিক। আর এতেই ঘটে বিপত্তি, বৃষ্টির পানি না নিষ্কাশন হতে পেরে বিদ্যালয় দুইটির মাঠ ও গরুর হাটের মাঠে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে গেছে। দীর্ঘদিন পানিবন্দির ফলে ময়লা-আবর্জনা পচে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ মারাত্মক বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আলী আকবর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩ শতাধিক শিশু ও কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ শতাধিক শিক্ষার্থী পড়েছে ভোগান্তিতে। বিদ্যালয়ের মাঠে পানি থাকায় দৈনন্দিন জাতীয় সংগীত, শরীরচর্চা, শিক্ষার্থীরা খেলাধুলাও করতে পারছে না। আলী আকবর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মরিয়ম আক্তার বলেন, বিদ্যালয়ের মাঠে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে থাকার কারণে আমাদের আসা যাওয়া করতে ভয় হয়।

আলী আকবর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন জানান, পানির পচা গন্ধে ক্লাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। এরই মধ্যে শিশুরা পানিবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

এদিকে গরু হাটে পানি জমে থাকার কারণে বেপারিরা হাঁটু পানির উপর দাঁড়িয়ে বেচাকেনা করছে। হাটটি পানিতে তলিয়ে হওয়ায় দূরদুরান্তের বেপারি-রা আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে হাট ইজারাদার বিপুল অঙ্কের টাকা লোকসানের মধ্যে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

হাট ইজারাদার এসএম ফয়সাল আহমেদ মনির হোসেন মোল্লা জানান, প্রায় সোয়া এক কোটি টাকা দিয়ে হাট ইজারা নেওয়া হয়েছে। প্রায় এক মাস পর্যন্ত গরুর হাটটি পানিতে ডুবে থাকায় অন্যান্য জেলার ব্যাপারিরা হাটে আসেন না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................

উপ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
উপ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর